বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন: ২০১৭-২০১৮

বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

(বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ এর ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত)

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৭-২০১৮

প্রথম খণ্ড

বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছরঃ ২০১৬-২০১৭

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	---
২	Abbreviation	---
৩	প্রথম অধ্যায়	১
	অনুচ্ছেসমূহের সার-সংক্ষেপ	২
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৪
	অডিটের সুপারিশ	৪
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অনুচ্ছেদসমূহ)	৫-১৯
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৯
৬	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত । তাছাড়া, দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাবও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পূনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১২টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ২৭/০৭/২০২০ বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ ।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

Abbreviation

DPM	Direct Procurement Method
DSL	Debt Service Liability
FIR	First Information Report
FSR	Financial and Statistical Report
KVA	Kilo Volt Ampere
LD	Liquidated Damage
LTM	Limited Tendering Method
MOD	Monthly Operational Data
NLDC	National Load Dispatch Centre
OTM	Open Tendering Method
PDR	Public Demand Recovery
PF	Power Factor
REB	Rural Electrification Board
TEC	Tender Evaluation Committee
WZPDCL	West Zone Power Distribution Company Limited.
বাবিউবো	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
বাপবিবো	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।
পবিস	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

প্রথম অধ্যায়

(অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ

ক্র: নং	অনুচ্ছেদসমূহের শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১	২	৩	৪
১.	বন্ধ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্টের কর্মচারীদের অধিকাল ভাতা পরিশোধে আর্থিক ক্ষতি।	২,১৮,৮০,৪৯৫	৬
২.	বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের নিকট হতে বিদ্যুৎ বিল আদায় না করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি।	৫৮,৭৯,৩০,৯৭১	৭-৮
৩.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ভ্যাট কম কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।	১৫,৯৯,১৬৮	৯
৪.	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে পাওয়ার হাউজ ও ইলেকট্রিসিটি ভাতা অনিয়মিতভাবে প্রদান করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি।	১৯,৯৬,৯৬,৬৫১	১০
৫.	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কর্মচারীদের আবাসিক গ্যাস বিল বিউবো এর তহবিল হতে পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৫৩,৬৯,৯৫৬	১১
৬.	বিউবোর বিদ্যুৎ ভবনের ১৪ তলার ৮৬০০ বর্গফুট জায়গার ভাড়া এবং ৩টি কারপার্কিং স্থানের ভাড়া অনাদায়ী থাকায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি।	২,৮০,৩৮,৪৭৬	১২
৭.	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ব্যবহৃত বিউবোর যানবাহনের জ্বালানি ও মেরামত খরচ বিউবো এর তহবিল হতে পরিশোধ করায় বোর্ডের ক্ষতি।	১৫,৯৫,০৫১	১৩
৮.	স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্টস অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদন না করায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তহবিল হতে ঠিকাদারের পক্ষে বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি।	১,৬২,০২,২৬৬	১৪
৯.	অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে সম্মানী ভাতা এবং বোর্ড সভায় অংশগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত হারে সম্মানী পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি।	১৭,২৭,৫৫০	১৫-১৬
১০.	অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করে প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থের বিপরীতে অর্জিত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি।	১২,৮২,০৯৫	১৭
১১.	আয়কর বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার প্রমাণক/চালান কপি ছাড়াই অনিয়মিতভাবে বিলের অর্থ পরিশোধে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৯০,৫৪,৮৯৪	১৮
১২.	মাসিক বেতন-ভাতাদির সাথে চিকিৎসা ও যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হলেও অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত চিকিৎসা ও যাতায়াত বিল প্রদান করায় ক্ষতি।	১,২৮,৭২,৫৪৯	১৯
	মোট	৮৮,৭২,৫০,১২২	

(আটাশি কোটি বাহাত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একশত বাইশ টাকা)

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর	২০১৬ - ২০১৭ ।
নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	নিয়মানুগ (কমপ্লায়েন্স) নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত।
নিরীক্ষার পদ্ধতি	রেকর্ডপত্র পরীক্ষা এবং বাস্তব যাচাই ও বিশ্লেষণ।
রিপোর্ট প্রণয়নে ও সার্বিক তত্ত্বাবধান	মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অনিয়মিতভাবে ভাতা প্রদান।
- বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের নিকট দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় রাজস্ব ক্ষতি।
- ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করা/কম কর্তন করা।
- বোর্ডের পাওনা বকেয়া।
- ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি-বিধান ও আর্থিক সাশ্রয়নীতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়া।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণে ব্যর্থ হওয়ায়।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- অনিয়মিতভাবে ভাতা প্রদান করায়।
- বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায়।
- বোর্ডের পাওনা আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করায়।
- ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করায়/কম কর্তন করায়।
- ঠিকাদারের নিকট হতে নির্ধারিত হারে আয়কর আদায় না করে নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করায়।
- সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য অর্থ কোষাগারে জমা না করায়।
- পিপিআর- ২০০৮ এর বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করায়।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করা প্রয়োজন।
- বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- ভ্যাট ও আয়কর সঠিকভাবে কর্তন করা।
- পিডিবি'র নিজস্ব তহবিল হতে আয়কর পরিশোধ করা পরিহার করতে হবে।
- পিপিআর- ২০০৮ এর বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ -০১

শিরোনাম ঃ বন্ধ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্টের কর্মচারীদের অধিকাল ভাতা পরিশোধে আর্থিক ক্ষতি ২,১৮,৮০,৪৯৫(দুই কোটি আঠার লক্ষ আশি হাজার চারশত পঁচানব্বই) টাকা।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন প্রধান প্রকৌশলী, ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নরসিংদী, কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৭-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ২২-১২-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বেতন ভাতার বিল-ভাউচার ও রেজিস্টার পর্যালোচনা করা হয় ।
- এতে দেখা যায় যে, প্রধান প্রকৌশলী, ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নরসিংদী কার্যালয় কর্তৃক ৬ষ্ঠ ইউনিটের কর্মচারীদের অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ ইউনিট ২০১০ সালে আগুনে পুড়ে যায় এবং সে সময় হতে নিরীক্ষা চলাকালীন পর্যন্ত ইউনিট বন্ধ রয়েছে। কিন্তু বিল ভাউচার হতে দেখা যায়, ৬ষ্ঠ ইউনিটের কর্মচারীগণকে একক ও দ্বিগুণ হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করে বোর্ডের ২,১৮,৮০,৪৯৫ (দুই কোটি আঠার লক্ষ আশি হাজার চারশত পঁচানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১ (পৃ:-২-৪) দ্রষ্টব্য]।
- অনুরূপ আপত্তি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের রিপোর্টে উত্থাপিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- বন্ধ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্টের কর্মচারীদেরকে অধিকাল ভাতা পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নরসিংদী কার্যালয় জবাবে জানায় যে, বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের স্বার্থে উক্ত অধিকাল ভাতার বিল প্রদান করা হয়েছে।
- ৫ম ও ৬ষ্ঠ ইউনিটের বিভিন্ন Common BOP Auxiliaries থাকায়, ৫ম ইউনিটটি চালু রাখার স্বার্থে উভয় ইউনিটের উক্ত সিস্টেমের পরিচালন ও সংরক্ষণ কাজ চালু রাখতে হয়। ২০১০ সাল হতে দুর্ঘটনায় ৬ষ্ঠ ইউনিটটি বন্ধ থাকলেও ৫ম ইউনিটটিতে ১৪-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখ হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যহত রয়েছে। অর্থাৎ ৫ম ইউনিটটি ২২ বছরের পুরাতন হওয়ায় এবং নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে কর্মচারীগণ ইউনিটের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ নির্দিষ্ট কর্মঘন্টায় সমাপ্ত করতে না পারায় অতিরিক্ত সময়ে কাজ করানো হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক জবাব প্রদান করা হয়নি। কারণ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৬নং ইউনিট ২০১০ সালে আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর হতে উক্ত ইউনিট নিরীক্ষাকালীন ২২-১২-১৭ পর্যন্ত সময়েও বন্ধ রয়েছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া ইউনিটের বিপরীতে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় বোর্ডের বিপুল পরিমাণ অর্থের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- ইউনিট-৫ এর জনবল ও মেশিনারিজ থাকা সত্ত্বেও বন্ধ ৬ষ্ঠ ইউনিটের জনবল নিয়ে ৫ নং ইউনিটে কাজ করার বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ ৫ নং ইউনিটের জন্য নির্ধারিত সেটআপ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল রয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৯-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৯-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিতে বর্ণিত ক্ষতির অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে বোর্ডের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০২

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের নিকট হতে বিদ্যুৎ বিল আদায় না করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ৫৮,৭৯,৩০,৯৭১ (আটান্ন কোটি উনাশি লক্ষ ত্রিশ হাজার নয়শত একাত্তর) টাকা।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ (বিবিবি) টাংগাইল-১, টাংগাইল-২, ময়মনসিংহ-২, বাকলিয়া চট্টগ্রাম, ষোলশহর চট্টগ্রাম ও আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩ সাভার, গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, ওজোপাডিকো লিঃ, খুলনা এর নিয়ন্ত্রণাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল-১ ও বরিশাল-২ কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিদ্যুৎ বিল আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার, সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকের তালিকাসহ অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,
- উপরের উল্লিখিত কার্যালয়ের গ্রাহকগণের নিকট বকেয়া বিদ্যুৎ বিল, নিখোঁজ গ্রাহক, সংযোগ বিচ্ছিন্ন বাবদ **৫৮,৭৯,৩০,৯৭১** (আটান্ন কোটি ঊনাশি লক্ষ ত্রিশ হাজার নয়শত একাত্তর) টাকা অনাদায়ী রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০২(পৃ: ৫) দ্রষ্টব্য]।
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো, খুলনা এর আওতাধীন বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকগণের নিকট ৩০শে জুন/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল বাবদ বকেয়া/অনাদায়ী পরিমাণ ৩২১,৬৫,৯৩,৯৬৪ টাকা। এর মধ্যে দুই মাসের সমপরিমাণ বকেয়া/অনাদায়ীর পরিমাণ ২৯৩,৪০,১৩,১১১ টাকা। চলতি দুই মাসের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া গ্রহণযোগ্য বিধায় দুই মাসের অধিক অর্থাৎ ৩ মাস বা তদূর্ধ্ব সময়ের বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ (৩২১,৬৫,৯৩,৯৬৪-২৯৩,৪০,১৩,১১১) = ২৮,২৫,৮০,৮৫৩ টাকা।
- বকেয়া আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে বোর্ডের তহবিলে জমা দিলে বোর্ডের আর্থিক ঘাটতি কম হতো। কেননা এ যাবৎকাল বোর্ড ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারের কাছ থেকে ঋণ এবং মঞ্জুরী সহায়তা গ্রহণ করতে হতো না।
- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- বিজ্ঞাখস/সাম-২/বিবিধ-৬/৯১/৫৪১(৬) তারিখ: ১১/০২/২০১২খ্রি: মোতাবেক ২ মাসের অধিক বিল বকেয়া থাকলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাসহ বকেয়া বিল আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল যাবৎ বকেয়া অনাদায়ী রয়েছে।
- অনুরূপ আপত্তি সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৯-২০১০ ও ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে উত্থাপিত হয়েছে।
- একই ধরণের আপত্তি বিষয়ে ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৮তম বৈঠকের অনুচ্ছেদ ৬.১.৯ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বকেয়া পাওনা অনধিক ৬০ দিনের মধ্যে আদায় করার এবং পাওনা আদায়ে প্রয়োজনে গণদাবী আদায় আইন, ১৯১৩ প্রয়োগ করার সুপারিশ ছিল।

অনিয়মের কারণ ঃ

- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বর্ণিত স্মারক নম্বর ৫৪১(৬) তারিখ:১০-০২-২০১২ খ্রি: মোতাবেক কোন গ্রাহক ২ মাসের অধিক সময় বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করলে তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।
- পিবিএসসমূহের নিয়মানুযায়ী ২ (দুই) মাসের অধিক কালের বিল বকেয়া থাকলে নোটিশ ইস্যু করে লাইন বিচ্ছিন্ন করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।
- বিভিন্ন শ্রেনির গ্রাহকদের নিকট হতে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- খেলাপী গ্রাহকগণের নিকট হতে বকেয়া আদায়পূর্বক অডিট দপ্তরকে অবহিত করা হবে।
- বকেয়া আদায় একটি চলমান প্রক্রিয়া, বকেয়া আদায়ের জন্য চেষ্টা চলছে।
- খেলাপি গ্রাহকগণের বকেয়া পরীক্ষাপূর্বক আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- উল্লিখিত অধিকাংশ গ্রাহক সরকারি এবং সিটি কর্পোরেশনের বকেয়া আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। উল্লিখিত গ্রাহকদের বকেয়া আদায়ের ব্যাপারে বিজ্ঞ আদালতে মামলা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যুৎ বিল বকেয়া অনাদায়ী থাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকদের নিকট হতে অনাদায়ী বকেয়া আদায়ের জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা দায়ী।
- নিখোঁজ গ্রাহকদের নিকট দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৯/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়।
- **বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং ওজোপাডিকো লিঃ, খুলনা ঃ** এর জবাব স্বীকৃতিমূলক কিন্তু তথ্য নির্ভর নয় বিধায় নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। জরুরী ভিত্তিতে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় করতে হবে।

  উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১১/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৬/০৭/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
- সর্বশেষ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবের প্রেক্ষিতে দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যুৎ বিল বকেয়া অর্থ আদায়ের প্রমাণক সংযুক্ত না থাকায় এ অধিদপ্তরের মন্তব্য মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- সকল শ্রেণির গ্রাহকগণের নিকট হতে দ্রুত বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় ও বোর্ডের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর ২৯১ টি ইউনিটের মধ্যে ২৪ টি ইউনিট, ওজোপাডিকো লিঃ এর ৪৮টি ইউনিটের মধ্যে ০৮ টি ইউনিট এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ৭৯ টি ইউনিটের মধ্যে ৪টি ইউনিট নিরীক্ষার ফলে বর্ণিত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে জড়িত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৩

শিরোনাম ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ভ্যাট কম কর্তন/কর্তন না করা এবং দন্ড সুদ বাবদ রাজস্ব ক্ষতি ১৫,৯৯,১৬৮ (পনের লক্ষ নিরানব্বই হাজার একশত আটষট্টি) টাকা।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ (বিবিবি), ময়মনসিংহ-১ ও ময়মনসিংহ-২; পূর্ত নির্মাণ বিভাগ-১ ও পূর্ত নির্মাণ বিভাগ-২, ঢাকা; স্ক্যাডা পরিচালন বিভাগ, খুলশী, চট্টগ্রাম; প্রধান প্রকৌশলী, পূর্তকর্ম, ঢাকা; (কেন্দ্রীয় সচিবালয়), ঢাকা; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল, চট্টমেট্রো (পশ্চিম), চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিল আদায় রেজিস্টার ও ভ্যাট রেজিস্টার প্রভৃতি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,
- বিভিন্ন নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রধান প্রকৌশলীর অফিস কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ভ্যাট কম কর্তন/কর্তন না করায় সরকারের ১৫,৯৯,১৬৮ (পনের লক্ষ নিরানব্বই হাজার একশত আটষট্টি) টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৩ (পৃ: ৬-৩৮) দ্রষ্টব্য]।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আদেশ নং ০৬/মূসক/২০১৬ তারিখঃ ০২-০৬-২০১৬ খ্রিঃ অনুযায়ী আসবাবপত্রের সরবরাহ বিল হতে মোট ১০% হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে কম কর্তন করায় সরকার রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- ভ্যাট বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা দিলে ঐ বছরের জন্য সরকারের সমপরিমাণ অর্থ ঋণ গ্রহণ করতে হতো না এবং সুদও দিতে হতো না। কেননা এ যাবতকাল সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।
- আদায়কৃত ভ্যাট বাবদ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় তা যে দিন জমা করা হবে সেদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে মাসিক ২% হারে দন্ড সুদ আদায় করে অনাদায়ী ভ্যাট আদায়সহ সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য। জুন/২০১৯ এর মধ্যে অনাদায়ী ভ্যাট আদায় করে জমা না করা হলে যেদিন জমা করা হবে সেদিন পর্যন্ত দন্ডসুদ হিসাব করতে হবে।

অনিয়মের কারণঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৬, তারিখঃ ০২/০৬/২০১৬ খ্রিঃ লঙ্ঘন করে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বিভিন্ন কার্যালয় জবাবে জানায় যে, বিল ভাউচার ও চুক্তিপত্র যাচাই সাপেক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আইনের ব্যত্যয় ঘটে থাকলে তা আদায়পূর্বক ব্রডশীট জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বিল ভাউচার যাচাই করেই আপত্তিটি উত্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ/নির্দেশ লঙ্ঘন করে বিল হতে ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকার রাজস্ব বঞ্চিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৯/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
- সর্বশেষ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক ভ্যাট কর্তনের প্রমাণক সংযুক্ত করা হয়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় এ অধিদপ্তরের মন্তব্য মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- ভ্যাট কম কর্তন জনিত রাজস্ব ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আপত্তিতে বর্ণিত রাজস্ব ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর ২৯১ টি ইউনিটের মধ্যে ২৪ টি ইউনিট নিরীক্ষার ফলে বর্ণিত পরিমাণ অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সকল ইউনিটে এ ধরণের কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হলে জড়িত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে অনিরীক্ষিত ইউনিটের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জড়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক আদায় করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম যাতে না ঘটে সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ-০৪

শিরোনাম ঃ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে পাওয়ার হাউজ ও ইলেকট্রিসিটি ভাতা অনিয়মিতভাবে প্রদান করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ১৯,৯৬,৯৬,৬৫১ (উনিশ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার ছয়শত একান্ন) টাকা।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন প্রধান প্রকৌশলী, ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নরসিংদী ও চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাউজান, চট্টগ্রাম এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা ও এর নিয়ন্ত্রনাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ঢাকা-১ ও ৩ ঢাকা; গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, চান্দনা, গাজীপুর; বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, রূপাতলী, বরিশাল কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বেতন-ভাতার বিল ভাউচার, রেজিস্টার এবং বার্ষিক রাজস্ব হিসাবের বার্ষিকীসহ সার্কুলার নথি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে পাওয়ার হাউজ ভাতা ও ইলেকট্রিসিটি ভাতা প্রদান করায় **১৯,৯৬,৯৬,৬৫১ (উনিশ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার ছয়শত একান্ন)** টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৪(পৃ: ৩৯-৪৬) দ্রষ্টব্য]।
- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জন্য প্রণীত বেতন কাঠামো-২০১৬ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নয়। অধিকন্তু, বেতন কাঠামো বহির্ভূতভাবে পবিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ইলেকট্রিসিটি ভাতা প্রদান অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ এর সিডিউল-১ (২০১৪ পর্যন্ত সংশোধিত) এর অনুচ্ছেদ-২০ (৬ ও ৭) মোতাবেক সরকারের ঋণ/অনুদানে পরিচালিত মূলধন ঘাটতিকৃত স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এর যাবতীয় বেতন-ভাতাদি প্রদানের ক্ষেত্রে তা যাচাই ও অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২০১৩ সনের ৫৭নং আইনের বিধি-১৮(৩) এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীগণের বেতন ভাতা ও অন্যান্য পারিশ্রমিকসহ এই আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর জন্য বোর্ড তহবিল হতে অর্থ ব্যয় করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-১/ডিপি-১/২০০০/১২ তারিখ: ০৩-০২-২০০৫ খ্রিঃ এর সংলগ্নী-২ এর অনুচ্ছেদ নং-১০ অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি সম্পর্কিত যে কোন পরিবর্তন সংযোজন বা বিয়োজনের জন্য অর্থ বিভাগে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বর্ণিত ভাতাসমূহ প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিদ্যুৎ ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অনুমোদনে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাওয়ার হাউজ ভাতা ও ইলেকট্রিসিটি ভাতা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৯/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়।
- বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোন ভাতা পরিশোধ করা যায় না। বেতনের সঙ্গে যে কোন ভাতা পরিশোধ করতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১১/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৬/০৭/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
- সর্বশেষ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবের প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের কপি প্রমাণক হিসাবে সংযুক্ত না থাকায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে এ অধিদপ্তরের মন্তব্য মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পাওয়ার হাউজ ভাতা ও ইলেকট্রিসিটি ভাতা প্রদানের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর ২৯১ টি ইউনিটের মধ্যে ২৪ টি ইউনিট এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ৭৯ টি ইউনিটের মধ্যে ৪টি ইউনিট নিরীক্ষার ফলে বর্ণিত পরিমাণ অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সকল ইউনিটে এ ধরণের কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হলে জড়িত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে অনিরীক্ষিত ইউনিটের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জড়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক আদায় করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম যাতে না ঘটে সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ- ৫

শিরোনাম ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কর্মচারীদের আবাসিক গ্যাস বিল বিউবো এর তহবিল হতে পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি ৫৩,৬৯,৯৫৬ (তিপ্পান্ন লক্ষ ঊনসত্তর হাজার নয়শত ছাপ্পান্ন) টাকা।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন প্রধান প্রকৌশলী, ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নরসিংদী ও চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, রাউজান, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৭-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বেতন-ভাতার বিল ভাউচার, ক্যাশ বহি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কর্মচারীদের আবাসিক গ্যাস বিল বিউবো এর তহবিল হতে পরিশোধ করায় ৫৩,৬৯,৯৫৬ (তিপ্পান্ন লক্ষ ঊনসত্তর হাজার নয়শত ছাপ্পান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৫(পৃ: ৪৭) দ্রষ্টব্য]।
- মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ এর সিডিউল-১ (২০১৪ পর্যন্ত সংশোধিত) এর অনুচ্ছেদ-২০ (৬ ও ৭) মোতাবেক সরকারের ঋণ/অনুদানে পরিচালিত মূলধন ঘাটতিকৃত স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এর যাবতীয় বেতন-ভাতাদি প্রদানের ক্ষেত্রে তা যাচাই ও অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২০১৩ সনের ৫৭নং আইনের বিধি-১৮(৩) এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীগণের বেতন ভাতা ও অন্যান্য পারিশ্রমিকসহ এই আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর জন্য বোর্ড তহবিল হতে অর্থ ব্যয় করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-১/ডিপি-১/২০০০/১২ তারিখ: ০৩-০২-২০০৫খ্রিঃ এর সংলগ্নী-২ এর অনুচ্ছেদ নং-১০ অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি সম্পর্কিত যে কোন পরিবর্তন সংযোজন বা বিয়োজনের জন্য অর্থ বিভাগে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নরসিংদীঃ বোর্ডের অনুমোদনক্রমে আবাসিক গ্যাস বিল প্রদান করা হয়েছে।
- প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, রাউজান, চট্টগ্রামঃ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী কেপিআই এলাকায় অবস্থিত অফিসসমূহে কর্মরত কর্মচারীদের আবাসিক গ্যাস বিল প্রতিষ্ঠানের বাজেট হতে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এই মর্মে একটি দপ্তরাদেশ বিদ্যমান আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত শুধুমাত্র বিউবো এর অনুমোদনক্রমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক গ্যাস বিল প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৯/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
- সর্বশেষ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবের প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের কপি প্রমাণক হিসাবে সংযুক্ত না থাকায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে এ অধিদপ্তরের মন্তব্য মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- কর্মচারীদের আবাসিক গ্যাস বিল বিউবো'র তহবিল হতে পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর ২৯১ টি ইউনিটের মধ্যে ২৪ টি ইউনিট এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ৭৯ টি ইউনিটের মধ্যে ৪টি ইউনিট নিরীক্ষার ফলে বর্ণিত পরিমাণ অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সকল ইউনিটে এ ধরণের কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হলে জড়িত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে অনিরীক্ষিত ইউনিটের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জড়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক আদায় করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম যাতে না ঘটে সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ -০৬

শিরোনামঃ বিউবোর বিদ্যুৎ ভবনের ১৪ তলার ৮৬০০ বর্গফুট জায়গার ভাড়া এবং ৩টি কারপার্কিং স্থানের ভাড়া অনাদায়ী থাকায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ২,৮০,৩৮,৪৭৬ (দুই কোটি আশি লক্ষ আটত্রিশ হাজার চারশত ছিয়াত্তর) টাকা।

বিবরণঃ

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ০১/০৩/২০১৮ খ্রিঃ হতে ০৫/০৩/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিউবো এর জমি/স্থাপনাসমূহ অন্যান্য সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদান/ইজারা প্রদান এর কারণে প্রাপ্য ভাড়া আদায়ের রেজিস্টার এবং নথিসহ প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বিউবো কর্তৃক বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ১নং আব্দুল গনি রোডস্থ বিদ্যুৎ ভবনের ১৪ তলার দক্ষিন ব্লকে ৮৬০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া হিসাবে এবং ৩টি কার-পার্কিং এর স্থান নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লিঃ এর নিকট স্মারক নং ১৯০৯-সযাপ/বাড়ী-১৪০/৫ তারিখ: ০৩/০৮/২০০৮খ্রিঃ মোতাবেক ভাড়া প্রদান করা হয়।
- অফিস আদেশ নং এবং সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিদ্যুৎ ভবনের ১৪ তলার দক্ষিণ ব্লকের ৮৬০০ বর্গফুট জায়গার মাসিক ভাড়া প্রতি বর্গফুট ২৭.৫০ টাকা এবং প্রতিটি গাড়ী পার্কিং এর জন্য মাসিক ২৫০০ টাকা হারে নর্থ ওয়েষ্ট পাওয়ার কোং লিঃ ভাড়া প্রদান করবে। প্রতি ১ বছর অন্তর ১০% হারে ভাড়া বৃদ্ধি করতে হবে।
- চুক্তি অনুসারে অক্টোবর/২০০৮ হতে জুলাই/২০১৭ পর্যন্ত মোট ভাড়ার পরিমাণ ৪,১২,৪৭,৫৫৬ টাকা এবং আদায় হয়েছে ১,৩২,০৯,০৮০ টাকা। ফলে ভাড়া অনাদায়ী রয়েছে (৪,১২,৪৭,৫৫৬ - ১,৩২,০৯,০৮০) = **২,৮০,৩৮,৪৭৬** (দুই কোটি আশি লক্ষ আটত্রিশ হাজার চারশত ছিয়াত্তর) টাকা। উল্লেখ্য যে, ৩১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে নর্থ ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লিঃ উক্ত ভাড়ার জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। এতে নর্থ ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লিঃ এর নিকট হতে ভাড়া অনাদায়ী থাকায় বাবিউবো তথা সরকারের ২,৮০,৩৮,৪৭৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৬(পৃ: ৪৮-৪৯ দ্রষ্টব্য]।
- পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা এর দপ্তরাদেশ স্মারক নং-১৯০৯ সযাপ/বাড়ী-১৪০/৫ তারিখঃ ০৩/০৮/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ এর ক্রমিক নং-৮ (ক) এর শর্তানুযায়ী প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে চেকের মাধ্যমে নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লিঃ বাড়ী এবং গাড়ী পার্কিং এর ভাড়া উপ-পরিচালক, কোয়াক, বিউবো, ঢাকাকে পরিশোধপূর্বক অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে বর্ণিত শর্তানুযায়ী ভাড়া আদায় না হওয়ায় সরকারের ২,৮০,৩৮,৪৭৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লিঃ এর নিকট প্রাপ্য ভাড়া অনাদায়ী থাকায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অডিট আপত্তি মোতাবেক নর্থ ওয়েস্ট জেনারেশন কোং লিঃ এর নিকট হতে ভাড়ার টাকা আদায় করে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। নিরীক্ষাকালীন পর্যন্ত ভাড়া আদায়ের প্রমাণক নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি। এমনকি নিরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার ১ বছর ৫ মাস অতিবাহিত হলেও বকেয়া ভাড়া আদায়ের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৯/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা আদায়পূর্বক বোর্ডের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৭

শিরোনামঃ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ব্যবহৃত বিউবোর যানবাহনের জ্বালানি ও মেরামত খরচ বিউবো এর তহবিল হতে পরিশোধ করায় ১৫,৯৫,০৫১ (পনের লক্ষ পঁচানব্বই হাজার একান্ন) টাকা বোর্ডের ক্ষতি।

বিবরণঃ

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ০১/০৩/২০১৮খ্রিঃ হতে ০৫/০৩/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জনবলের তালিকা, যানবাহনের বিবরণী, কেন্দ্রীয় যানবাহন পুল হতে অন্য দপ্তরে চলে যাওয়া গাড়ীর তালিকা, ক্যাশ বহি, বিল ভাউচারসহ প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, প্রাধিকার এবং সংস্থার বহির্ভূত কর্মকর্তাকে ০৫ টি গাড়ী প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত গাড়ীসমুহের মেরামত ও জ্বালানি ব্যয় বিউবো হতে নির্বাহ করা হয়েছে।
- সংস্থার বহির্ভুত মন্ত্রণালয়কে প্রদানকৃত গাড়ীসমূহ হতে বিউবো কোন সার্ভিস না পাওয়া সত্ত্বেও উক্ত গাড়ী সমূহের বিপরীতে জ্বালানী/মেরামত ব্যয় বহন করে সংস্থার ১৫,৯৫,০৫১ (পনের লক্ষ পঁচানব্বই হাজার একান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৭(পৃ: ৫০) দ্রষ্টব্য]।
- অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এর স্বারক নং-০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩৫১(১) তারিখ:১৬/০৮/২০১৫ খ্রি: অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন সংযুক্ত অধিদপ্তর/অফিস/সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোতে যানবাহন, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্ত করণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অনুমোদন প্রয়োজন। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ লঙ্ঘন করে প্রাধিকার এবং সংস্থার বহির্ভুত কর্মকর্তাগণকে ০৫ টি গাড়ী প্রদান এবং উক্ত গাড়ীর বিপরীতে মেরামত ব্যয় ও জ্বালানি ব্যয় নির্বাহ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ।

অনিয়মের কারণঃ

- উল্লেখ্য প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব হতে উপ সচিব পর্যন্ত ১৩ (তের) জন কর্মকর্তার সুদ মুক্ত গাড়ীর ঋণের সুবিধা চালু রয়েছে।
- প্রাধিকার এবং সংস্থার বহির্ভুত কর্মকর্তাকে ০৫ টি গাড়ী প্রদান এবং উক্ত গাড়ীর বিপরীতে মেরামত ব্যয় ও জ্বালানি ব্যয় নির্বাহ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তী জবাব প্রদান করা হবে। অতএব, আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নথিপত্র পর্যালোচনা করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। এমনকি নিরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার ১ বছর ৫ মাস অতিবাহিত হলেও নথিপত্র যাচাইপূর্বক গাড়ীগুলো ফেরত নেয়া হয়েছে কিনা এবং ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৯/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- জ্বালানি ও মেরামত বাবদ ব্যয় ছাড়াও ড্রাইভারের বেতন-ভাতা ও অধিকাল ভাতা যাচাইপূর্বক/নির্ধারণপূর্বক সমুদয় অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৮

শিরোনামঃ স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্টস অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদন না করায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তহবিল হতে ঠিকাদারের পক্ষে বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ১,৬২,০২,২৬৬ (এক কোটি বাষট্টি লক্ষ দুই হাজার দুইশত ছেষট্টি) টাকা।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন পরিচালক, ক্রয় পরিদপ্তর, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৬/০৩/২০১৮ খ্রিঃ হতে ১২/০৩/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ক্যাশবহি, পরিশোধিত বিল-ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে,পরিশিষ্টে বর্ণিত ৭৭ টি চুক্তির বিপরীতে ১৬ টি ভাউচারের মাধ্যমে ঠিকাদারের পক্ষে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তহবিল হতে বীমা প্রিমিয়ামের অর্থ পরিশোধ করায় বোর্ডের ক্ষতি হয়েছে ১,৬২,০২,২৬৬ (এক কোটি বাষট্টি লক্ষ দুই হাজার দুইশত ছেষট্টি) টাকা [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৮ (পৃ: ৫১-৫৪) দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ ঃ

- স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্টস এর চুক্তির শর্ত ৩৭.১ অনুযায়ী ঠিকাদার কর্তৃক বীমা প্রিমিয়ামের ব্যয় নির্বাহ করতে হবে যা প্রতিপালন না করে বোর্ডের তহবিল হতে বীমা প্রিমিয়াম বাবদ অর্থ পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- চুক্তির ক্ষেত্রে বিউবো কর্তৃক সাধারণ বীমা কর্পোরেশনকে বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধের বিষয়টি নির্ধারিত থাকায় তাহা বিউবো কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে।
- সর্বশেষ ব্রডশীট জবাবে অনুরূপ মন্তব্য করেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্টস এর চুক্তির শর্ত ৩৭.১ লঙ্ঘন করে ঠিকাদারের পরিবর্তে ক্রয়কারী কর্তৃক বীমা প্রিমিয়ামের অর্থ পরিশোধের শর্ত সম্বলিত চুক্তি করে বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৯/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
- সর্বশেষ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবের প্রেক্ষিতে স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্টস এর জিসিসি'র শর্তানুযায়ী চুক্তি না করায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তহবিল হতে ঠিকাদারের পক্ষে বীমা প্রিমিয়াম বাবদ অর্থ পরিশোধ হয়েছে বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় এ অধিদপ্তরের মন্তব্য মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- বিউবো এর তহবিল হতে অনিয়মিতভাবে বীমা প্রিমিয়ামের অর্থ পরিশোধ করায় ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে বর্ণিত ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ৯

শিরোনামঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে সম্মানী ভাতা এবং বোর্ড সভায় অংশগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত হারে সম্মানী ১৭,২৭,৫৫০ (সতের লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, রাউজান, চট্টগ্রাম এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বোর্ড সভার কার্য বিবরণী, বিল রেজিস্টার ও বিল ভাউচার পর্যালোচনা করা হয় ।
- এতে দেখা যায় যে, পরিশিষ্ট-০৯(১) এ বর্ণিত পিডিবি'র ৩৪ জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত হারে সম্মানী ভাতা পরিশোধ করায় বোর্ডের ১০,১৬,৪৩০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- পরিশিষ্ট-০৯(২) এ বর্ণিত বাপবিবো'র ১৭ জন কর্মকর্তাকে বোর্ড সভায় অংশগ্রহণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে অতিরিক্ত হারে সম্মানী ভাতা পরিশোধ করায় বোর্ডের ৭,১১,১২০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে বোর্ড সভায় অংশগ্রহণ এবং অতিরিক্ত হারে সম্মানী ভাতা পরিশোধ করায় বোর্ডের ১৭,২৭,৫৫০ (সতের লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৯(পৃ: ৫৫-৫৭) দ্রষ্টব্য]।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ০৭.০০.০০০০.১৭২.৩১.০১২.১৩-২৮ তারিখ : ০৮/০২/২০১৬ মোতাবেক কষ্টসাধ্য, শ্রমসাধ্য কাজের জন্য প্রতি বৎসর মূল বেতনের সমান হারে সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবে। পরবর্তীতে ০৮/০২/২০১৭ তারিখের অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১৭২.৩২.১৩-০২ মোতাবেক উক্ত মূলবেতনের উপর সম্মানী ভাতা প্রদানের আদেশ বাতিল করা হয় এবং সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা হারে সম্মানী ভাতা প্রাপ্য।
- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২০১৩ সনের ৫৭নং আইনের বিধি-১৮(৩) মোতাবেক বোর্ডের চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীগণের বেতন ভাতা ও অন্যান্য পারিশ্রমিকসহ এই আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর জন্য বোর্ড তহবিল হতে অর্থ ব্যয় করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

অনিয়মের কারণঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৫ এর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের ক্রমিক নং-১৩ মোতাবেক বিভাগীয় কাজের অতিরিক্ত কোন কাজের (যেমনঃ বিভাগীয় পরীক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য) সম্মানী হিসেবে অনধিক ৫,০০০ টাকা প্রদান করা যেতে পারে। এর অতিরিক্ত ব্যয় করতে হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বিউবোর দপ্তরাদেশ মোতাবেক বর্ণিত সম্মানী ভাতা পরিশোধ করা হয় বিধায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।
- বোর্ড সভার সদস্যদের সম্মানীর পরিমাণ কোথাও উল্লেখ নাই। পিপিআর-২০০৮ এ টিইসির সদস্যদের ফি বা সম্মানী সর্বোচ্চ ৬,০০০ টাকা উল্লেখ রয়েছে। টিইসির মূল্যায়ন কাজকে দাপ্তরিক কাজের চেয়ে ভিন্নমাত্রায় বিবেচনা করে সম্মানী প্রদান করা হয়। বোর্ড সভার কাজকে আরও উচ্চ পর্যায়ে বিবেচনা করে সম্মানী দেয়া হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে সম্মানি ভাতা প্রদানের কোন সুযোগ নেই।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৯/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়।
- টিইসি প্রতিটি সভার জন্য সর্বোচ্চ ৬,০০০ টাকা প্রতি জনের জন্য ১,৫০০ টাকা উল্লেখ রয়েছে। টিইসির সদস্য পরিবর্তনশীল টিইসি সভা দাপ্তরিক কাজের অতিরিক্ত ভিন্ন কাজ অপরদিকে বোর্ড এর সদস্যসের বোর্ড সভা করা রুটিন কাজ। ফলে দাপ্তরিক কাজের অতিরিক্ত বিভাগীয় কাজের জন্য ৫,০০০ টাকার উর্ধ্বে সম্মানী প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১১/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৬/০৭/১৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬/০৮/১৮খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়।
- সর্বশেষ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২০১৩ সনের ৫৭নং আইনের বিধি-১৮(৩) শর্ত অনুযায়ী অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের কপি প্রমাণক হিসাবে সংযুক্ত না করায় এ অধিদপ্তরের মন্তব্য মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ লঙ্ঘন করে সম্মানী ভাতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে বোর্ডের তহবিলে জমা করতঃ অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।
- ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর ২৯১ টি ইউনিটের মধ্যে ২৪ টি ইউনিট এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ৭৯ টি ইউনিটের মধ্যে ৪টি ইউনিট নিরীক্ষার ফলে বর্ণিত পরিমাণ অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সকল ইউনিটে এ ধরণের কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হলে জড়িত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে অনিরীক্ষিত ইউনিটের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জড়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক আদায় করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম যাতে না ঘটে সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ - ১০

শিরোনামঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করে প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থের বিপরীতে অর্জিত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি ১২,৮২,০৯৫ (বার লক্ষ বিরাশি হাজার পঁচানব্বই) টাকা।

বিবরণঃ

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম জোনের বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম উন্নয়ন প্রকল্প, বিদ্যুৎ ভবন (৭ম তলা), আগ্রাবাদ, বিউবো, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৯-১২-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ব্যাংক হিসাব ও ক্যাশবহি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করে চট্টগ্রাম জোনের বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থের বিপরীতে অর্জিত সুদ ১২,৮২,০৯৫ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ০৭.১১১.০৩২.০১.০০.০১৫.২০১১-৩৩৯, তাং- ১২/০৫/২০১১খ্রিঃ মোতাবেক প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থের বিপরীতে অর্জিত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার নির্দেশনা রয়েছে।
- জনতা ব্যাংক, নবাব আবদুল গনি রোড শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- এসটিডি-০০৪০০৩৫৬৯, এসটিডি-০০৪০০৩৫৭১, ইউসিবিএল, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম এর হিসাব নং এসটিডি- ০০৪১৩০১০০০০০০৬৩৮, এসটিডি-০০৪১৩০১০০০০০০৬২৭, এসটিডি-০০৪১৩০১০০০০০০৬৫৮ এবং এসটিডি- ০০৪১৩০১০০০০০০৬৪৯ এর বিপরীতে ৩০/১২/২০১৫ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সর্বমোট ৬টি এসটিডি হিসাবে জমাকৃত সুদ বাবদ ১২,৮২,০৯৫ (বার লক্ষ বিরাশি হাজার পঁচানব্বই) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি। ফলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের একদিকে অর্থ মন্ত নির্দেশনা লঙ্ঘন করা হয়েছে অন্যদিকে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১০(পৃ: ৫৮) দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অজ্ঞতার কারণে ইতোপূর্বে জমাকৃত অর্থের বিপরীতে অর্জিত সুদের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয় নাই। এ ব্যাপারে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- যথাযথ ব্যবস্থা হলো সুদ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া। কিন্তু জমা দেয়া হয়েছে বলে কোন তথ্য দেয়া হয়নি। এমনকি নিরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার ১ বছর ৫ মাস অতিবাহিত হলেও আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি।
- তাই উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৯/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- আপত্তিতে উল্লিখিত ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত সমুদয় টাকার বিপরীতে অর্জিত সুদ সরকারি কোষাগারে জমাপূর্বক প্রমাণক এ অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ -১১

শিরোনাম ঃ আয়কর বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার প্রমাণক/চালান কপি ছাড়াই অনিয়মিতভাবে বিলের অর্থ পরিশোধে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৯০,৫৪,৮৯৪ (নব্বই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার আটশত চুরানব্বই) টাকা।

বিবরণঃ

- ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো লিঃ), খুলনা কার্যালয়ের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর খুলনা সিটি ফেজ-১ ওজোপাডিকো লিঃ, খুলনা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ২৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৯-১২-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে টেন্ডার ডকুমেন্ট, বিল ভাউচার, ক্যাশ বহি, চুক্তিপত্র ও ঠিকাদার লেজার পর্যালোচনা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজের বিপরীতে কোন আয়কর কর্তন ছাড়াই বা ঠিকাদার কর্তৃক আয়করের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কোন প্রমাণক/চালানপত্র ছাড়াই অনিয়মিতভাবে ১২,৯৩,৫৫,৬৪৪ টাকা বিল পরিশোধ করায় আয়কর বাবদ রাজস্ব ক্ষতি ৯০,৫৪,৮৯৪ (নব্বই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার আটশত চুরানব্বই) টাকা [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১১(পৃ: ৫৯ দ্রষ্টব্য]।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং/নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৩০.০৩.০১০.২৭৭ তাং- ১৮/০৮/২০১৬খ্রিঃ এর পরিপত্র-০১(আয়কর) ২০১৬-২০১৭ মোতাবেক বিধি ১৬ এর ক্লজ (এ) অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদন (যেমন-পূর্ত কাজ, স্থাপন/নির্মাণ, যন্ত্রপাতি স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজসহ অনুরূপ প্রকৃতির কাজের জন্য) উৎসে কর ১০ কোটি টাকার অধিক হলে ৭% হারে আয়কর কর্তন করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ প্রতিপালন করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ১০ কোটি টাকার অধিক হলে ৭% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে। আয়কর বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রমাণক হিসাবে চালান কপি ছাড়াই বিলের অর্থ পরিশোধ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- M/s Ideal Electrical Enterprise Ltd.(JV) এবং Hexing Electrical Corp.Ltd. ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দুইটির পৃথক চুক্তি নং-৩৮ ও ১৮ এর আওতায় চায়না হতে আমদানীকৃত Key Pad base single Phase pre-paid Meters and Three Phase Pre-paid Meters সরবরাহ করে। যার বিল চুক্তি অনুযায়ী ডলারে এলসির মাধ্যমে বিধি মোতাবেক পরিশোধের জন্য এলসি ওপেনিং ব্যাংক বরাবরে Advise প্রদান করা হয়। এলসি ওপেনিং ব্যাংক তাদের নিয়মানুযায়ী এলসির মাধ্যমে বিল পরিশোধ করে থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- কর্তন ব্যতীত/রাজস্ব বোর্ডের আদেশ মোতাবেক আয়কর কর্তনের কোন প্রমাণক হিসাবে চালান কপি ছাড়াই বিল পরিশোধে সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৬/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৭/০৭/১৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬/০৮/১৮খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- বিলের বিপরীতে নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১২

শিরোনাম ঃ **মাসিক বেতন-ভাতাদির সাথে চিকিৎসা ও যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হলেও অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত চিকিৎসা ও যাতায়াত বিল প্রদান করায় ১,২৮,৭২,৫৪৯ (এক কোটি আটাশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচশত উনপঞ্চাশ) টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীন সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ ও ৩ ঢাকা; গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এবং ওজোপাডিকো লিঃ, খুলনা এর আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প, ওজোপাডিকো লিঃ, খুলনা; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পওস), সার্কেল, বরিশাল; নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১ ও ২ বরিশাল কার্যালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের হিসাব ০১-০১-২০১৮খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন কার্যালয় কর্তৃক মাসিক বেতন-ভাতাদির সাথে চিকিৎসাভাতা প্রদান করা হলেও অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত চিকিৎসা বিল প্রদান করায় ১,২৮,৭২,৫৪৯ (এক কোটি আটাশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচশত উনপঞ্চাশ) টাকা ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১২(পৃ: ৬০-৭৭) দ্রষ্টব্য]।
- বাংলাদেশ গেজেট ডিসেম্বর ২০১৫ এর ধারা ১৫ অনুযায়ী সকল কর্মচারী মাসিক ১৫০০ টাকা হারে চিকিৎসাভাতা প্রাপ্য হইবেন এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের শর্তানুযায়ী সরকারি ও তালিকাভুক্ত ১৯টি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান নিজ ও পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রতিবছর ১ বার চিকিৎসা সাহায্য হিসাবে সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে এ নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যত্যয় ঘটেছে।
- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২০১৩ সনের ৫৭নং আইনের বিধি-১৮(৩) মোতাবেক বোর্ডের চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীগণের বেতন ভাতা ও অন্যান্য পারিশ্রমিকসহ এই আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর জন্য বোর্ড তহবিল হতে অর্থ ব্যয় করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।
- মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ এর সিডিউল-১ (২০১৪ পর্যন্ত সংশোধিত) এর অনুচ্ছেদ-২০ (৬ ও ৭) মোতাবেক সরকারের ঋণ/অনুদানে পরিচালিত মূলধন ঘাটতিকৃত স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এর যাবতীয় বেতন-ভাতাদি প্রদানের ক্ষেত্রে তা যাচাই ও অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত চিকিৎসা বিল প্রদান।
- কোম্পানীর নিজস্ব অনুমোদিত নীতিমালা ছাড়াই অনিয়মিতভাবে মেডিকেল বিল প্রদান।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পবিস নির্দেশিকা ৩০০-২৯ অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসা ও যাতায়াত বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- ওজোপাডিকোর বেতন কাঠামো ২০১৬ অনুমোদন করা হয়েছে। উক্ত বেতন কাঠামো নিম্ন শর্তেঃ ১-২ নং গ্রেডের কর্মকর্তাগণকে বছরে সর্বোচ্চ ৩টি মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ (চিকিৎসাপত্র এবং ভাউচার দাখিল সাপেক্ষে) চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা যাবে।
  ৩-৮ নং গ্রেডের কর্মকর্তাগণকে বছরে সর্বোচ্চ ২টি মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ (চিকিৎসাপত্র এবং ভাউচার দাখিল সাপেক্ষে) চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা যাবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত শুধু বাপবি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ এর সিডিউল-১ (২০১৪ পর্যন্ত সংশোধিত) এর অনুচ্ছেদ-২০ (৬ ও ৭) লঙ্ঘন।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১১/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৬/০৭/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারিপত্র জারি করা হয়।
- সর্বশেষ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবের প্রেক্ষিতে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত চিকিৎসা ও যাতায়াত ভাতা প্রদানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের কপি প্রমাণক হিসাবে সংযুক্ত না থাকায় এ অধিদপ্তরের মন্তব্য মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংস্থার কোন নীতিমালা ছাড়াই মেডিকেল ও যাতায়াত বিল পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালে ওজোপাডিকো লিঃ এর ৪৮টি ইউনিটের মধ্যে ০৮ টি ইউনিট এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ৭৯ টি ইউনিটের মধ্যে ৪টি ইউনিট নিরীক্ষার ফলে বর্ণিত পরিমাণ অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সকল ইউনিটে এ ধরণের কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হলে জড়িত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে অনিরীক্ষিত ইউনিটের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জড়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক আদায় করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম যাতে না ঘটে সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

তারিখ : ---------- বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ।

(মোঃ সাইফুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।